সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পত্নি ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।
রবিবার (১৬ ফেব্রæয়ারী) দিবাগত রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
একটি বিশ্বসস্থ সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সৈয়দা মোনালিসার নামে মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার উপর হামলাসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে তিনটি মামলা রয়েছে।

প্রশাসনসহ এলাকার মানুষ এতোদিন জানতেন মন্ত্রী পতিœ সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম সরকার পতনের পরপরই কানাডাতে পালিয়ে গেছেন। কানাডাতে পালিয়ে যাওয়ার ভূঁয়া তথ্য মন্ত্রীরর পরিবার ও দোষররা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
এদিকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের গ্রেফতারের খবর মেহেরপুর জেলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে ভাইরাল হওয়ায় অনেকস্থানে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছেন জনগণ।

খোদ আওয়ামীলীগের নেতা ও স্থানীয়রা জানান, ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা মিলে মেহেরপুর জেলার মানুষকে শাসন ও শোষন করেছেন। মন্ত্রী যতটা না ক্ষমতাধর ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন তার চাইতে বেশি ক্ষমতাধর।

প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় অনলাইন জুয়াড়িরা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলায় অনলাইন জুঁয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধপথে রাশিয়াতে গেছে। অনলাইন জুঁয়া নিয়ন্ত্রক ছিলেন সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। জেলার কয়েক হাজার যুবক, তরুণ এই অনলাইন জুঁয়ায় আসক্ত। অনলাইন জুঁয়াড়িদের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাপোর্ট দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন কয়েক হাজার কোটি টাকা। এনিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বারবার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পরেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনলাইন জুঁয়াড়িদের দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও আইনী সুরক্ষা। সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম ছিলেন অনলাইন জুয়াড়িদের স¤◌্রাগী। আর এই কথা বলেছেন, সাবেক মন্ত্রীর ছোট ভাই বর্তমানে দুটি মামলায় গ্রেফতার জেলা যুবলীগের আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল। তিনি বলেছেন, মোনালিসা ইসলাম অনলাইন জুয়ার নিয়ন্ত্রক ছিলেন; ‘ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে তিনি পরিচিত, মৃদুলের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল দুই হাজার কোটি টাকার মালিক; এর সবটাই দুর্নীতিপ্রসূত। কানাডাসহ দেশ-বিদেশে তার অঢেল সম্পদ।

৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি এবং মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। সরকারি ত্রাণের কোটি টাকার মালামাল আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুদকে মামলা হয়েছে। ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এলাকায় থাকলেও মন্ত্রী ও তার ভাইবোন-স্বজন সবাই এখন পলাতক। অথচ ক্ষমতাকালে মন্ত্রী বাইরের ভালো লোক

হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বলেন, ‘তার আমলে দল পরিবারতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। জেলা কমিটিতে তার স্ত্রী, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন মিলে ২৩ জন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মন্ত্রী পঞ্চপান্ডব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।’

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ায় দলে স্বস্তির হাওয়া বইছে, আজকে মন্ত্রী পতিœ গ্রেফতার মানুষের মাঝে ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীর মাঝে নতুন সুখবর দিলো। তিনি তিনবার এমপি, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী হয়ে প্রকৃত নেতাদের ছুড়ে ফেলেছিলেন। কর্মীরা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। মূল্যবান হয়ে উঠেছিল প্রশাসন, পুলিশ ও হাইব্রিড কিছু তোষামোদকারী নেতা।’

জানা গেছে, দলকে হাতের মুঠোয় রেখে মন্ত্রী ফরহাদ মেহেরপুরসহ সারা দেশের টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি ও অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা ও সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পুলিশকে ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে মাসে ৪-৫ কোটি টাকা কামাতেন তার স্ত্রী মোনালিসা ইসলামের মাধ্যমে।
অনলাইন জুয়ার হোতাদের সঙ্গে মন্ত্রী ও সৈয়দা মোনালিসার সাথে অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারা দেশের শিক্ষা সেক্টরের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসের মৃদুল; স্থানীয় সমাজসেবা, হাসপাতাল ও থানা নিয়ন্ত্রণ করতেন তার ভাগ্নে (মন্ত্রীর অর্থরক্ষক হিসেবে পরিচিত) আমিনুল ইসলাম খোকন; গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথসহ এলজিইডি নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস; সমবায়, কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তার বড় ভাই শহীদ সাদেক হোসেন বাবুল এবং সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ সাপ্লাইবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন মন্ত্রী-পত্মীর পিএস জোহা। জনশ্রুতি আছে, এ নিয়ন্ত্রকদের হোতা ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। এদের মাধ্যমেই অর্থবিত্তে ফুলেফেঁপে ওঠেন তিনি।

সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী, তার স্বর্ণ আগে ছিল ২০ ভরি, সর্বশেষ হয়েছে ৪৫০ ভরি; আয় ও সম্পদ সর্বশেষ ২০০ গুণ বেড়েছে।

মন্ত্রীর দুর্নীতির কথা ফাঁস করেছেন তারই ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন

মৃদুল। তিনি এক অডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভাইয়ের দুর্নীতির কারণেই আজ আমরা সবাই ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবং মামলার আসামি হয়েছি। ফরহাদ হোসেন নিয়োগ, বদলিবাণিজ্য প্রভৃতি দুর্নীতির মাধ্যমে ন্যূনতম দুই হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কানাডার বেগমপাড়ায় তার বাড়ি আছে। ঢাকায় একাধিক বাড়ি আছে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলেন মন্ত্রী ও তার স্ত্রী। টাকা ছাড়া টেন্ডার, নিয়োগ, বদলি কিছুই হতো না।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রীর স্ত্রী মোনালিসা ক্যাসিনো সম্রাজ্ঞী হয়ে পুলিশের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন। ক্ষমতা হারানোর পর ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন মামলা থেকে রক্ষা পেতে। তাই তার নামে কোনো মামলা হয়নি। স্ত্রীর কারণেই আমার ভাই নষ্ট হয়েছে।’

জানা গেছে, মন্ত্রীর উপার্জনের বেশি অংশ পাচার হয়েছে কানাডায়। তার অবৈধ উপার্জনে কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি আছে। দুবাইয়ে শারজা স্টেডিয়ামের পাশে মন্ত্রী বাড়ি কিনেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ঢাকার মোহাম্মদপুর, উত্তরা ও বনানীতে তিনটি ফ্ল্যাট আছে। কিশোরগঞ্জ ও মেহেরপুরে আছে দুটি বাড়ি। আত্মীয়স্বজনদের নামে-বেনামে কয়েক শত বিঘা জমি ও ব্যাংকে জমা আছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। ক্ষমতা হারানোর কিছুদিন আগে শহরে ১১ কোটি টাকা মূল্যে দেড় বিঘা বাড়ির জমি কিনেছেন তার স্ত্রীর পিএস জোহার নামে। মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়ায় ৭ কোটি টাকা মূল্যের ৯ বিঘা জমি আছে। শহরের পিটিআইয়ের সামনে তার বাবার নামে সরকারি টেক্সটাইল কলেজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত এক বিঘা জমিটি তিনি ২০ লাখ টাকায় কিনে পরে সরকারের কাছে ৭ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন। সদর উপজেলার বুড়িপোতা, হরিরামপুর, ইছাখালী, মদনা, আমঝুপি, শ্যামপুর ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর, মোনাখালী ও আনন্দবাস এলাকায় বাড়ি ও চাষাবাদের শতবিঘা জমি কিনেছেন বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদায় অপারেশন ডেভিল

হান্টে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় অপারেশন ডেভিল হান্টে নাটুদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি পিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার রাত ১০টার সময় তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলো দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের বাজার পাড়ার মৃত ওয়াজ্জেদ আলী বিশ্বাস এর ছেলে যুবলীগ নেতা মোঃ হাসানুজ্জামান পিন্টু (৪৯)। বিষয় টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, জমির চাষাবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বাদীর সহিত আসামীদের বিরোধ চলে আসছিলো। উক্ত বিরোধের কারণে কিছু দিন ধরে আসামীরা বাদীকে মারধরসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকী ধামকি দিয়ে আসছিলো। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৮/০২/২০২৫ইং তারিখ সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন হাতিভাঙ্গা গ্রামের কই মারির মাঠে বাদী কৃষি কাজ করা অবস্থায় আসামীরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে বাদীর মাথা লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কোপ মারিলে তা ঠেকাতে গিয়ে তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুলে কেটে রক্তাক্ত গুরুত্বর জখম হয়। এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এরই প্রেক্ষিতে মামলার ঘটনার সহিত জড়িত থাকায় তাকে অপারেশন ডেভিল হান্ট উপলক্ষ্যে গ্রেফতার করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকালই আসামীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে উপজেলা তাঁতী লীগের

সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অপারেশন ডেভিল হান্টে উপজেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজমকে (বিজন) (৪৪) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ ।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে সঙ্গীয় এসআই কামরুজ্জান জিয়া, এসআই আশরাফুল ইসলাম, এসআই নাজমুল ইসলাম, এএসআই মনজুরুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজিবনগর থানা এলাকায় ডেভিল হান্ট বিশেষ অভিযান ও গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল পরিচালনাকালে মুজিবনগর থানার মামলা নং- ০১,তারিখ-০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪; ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০ এর তদন্তে প্রাপ্ত উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাউসুল আজম (বিজন) (৪৪) এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা ভুক্ত ১৭/২৪ এর ০৩ মাসের সাজা প্রাপ্ত আসামী দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ওরফে দোয়াত আলীকে(৪৭) নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, অপারেশনে ডেভিল হান্টের আওতায় উপজেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাজা প্রাপ্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি আরো বলেন মুজিবনগর থানা এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের বিশেষ অভিযান ওয়ারেন্টভূক্ত আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন

আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের দমনে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত অপারেশন ডেভিল হান্টের পঞ্চম দিনে মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল (৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতিসহ আওয়ামীলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৮ নেতাকর্মীকে

গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম পিপিএম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন, গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আওয়ামীলীগের ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক মোঃ আরিফুল এনাম বকুল(৬০), মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি ও শিবপুর গ্রামের শরিয়ত শেখের ছেলে আরজ আলী(৫০), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাগোয়ান গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে মোঃ আলতাফ হোসেন(৪৮), মহাজনপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও একই গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ রাসেল আহমেদ(৩১)। গ্রেফতারকৃতরা মুজিবনগর থানার মামলা নং ০১, তারিখ ৬/০৯/২৪ ধারা- ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৪১/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৫০৬/১১৪/৩৪ পেনাল কোড, মামলার এজাহার নামীয় আসামি। মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের সুরোজ মিয়া বাদী হয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন।

গাংনী থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, উপজেলার সানঘাট গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম(৩০), তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/ ৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪, একই উপজেলার যুবললীগ নেতা রাধাকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সহিব উদ্দীনের ছেলে মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন(৩৫) ও খেদমত আলীর ছেলে যুবলীগ নেতা মো: সাগর (৪৫)। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)/১০/১১/১২/১৩ ধারায় দায়ের করা গাংনী থানা মামলা নাম্বার ১১, তারিখ- ১৯/০৮/২৪ রয়েছে।

এছাড়া সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার হারু শেখের ছেলে মোঃ সোহেল শেখ। তার বিরুদ্ধে সদও থানার মামলা নং ২২, তারিখ ২০/০৩/২০ ইং, জিআর মামলা নং ৭০/২০ ইং, ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনীর ১৯ (ক)।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির কর্মী সমাবেশ

বিএনপি কেন্দ্র ঘোষিত প্রতিক্রিয়া দলের পূর্ণগঠন জাতীয় স্থায়ীয় পর্যায়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের মেহেরপুর পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত ৭ টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড পৌর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজনে পাবলিক লাইব্রারী চত্বর কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর পৌরসভা কর্মী সমাবেশে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, প্রধান বক্তার বলেন, গত ১৭ বছর ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি আওয়ামী লীগের দোসরা হিন্দু উপাসনা গুলোই হামলা চালিয়ে আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর দোষ চাপিয়ে দিত। এর কারণ ছিল তারা যেন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদ স্বৈরশাসকের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। আপনারা দেখেছেন ৫ই আগস্টের পর তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপি তাদের পাড়া মহল্লায় রাত জেগে হিন্দু উপাসলায় ও তাদের বাড়িঘর পাহারা দিয়েছে। বিএনপি ধর্মীয় নিরাপত্তা সর্বোচ্চ প্রদান করবে। যার যা ধর্ম সে নির্বিঘ্নে পালন করবে।কে মুসলমান কে হিন্দু কে খ্রিস্টান এটা আমাদের পরিচয় নয়,আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের যে ৩১ দফা তারেক রহমান দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে আমাদের কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব

অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ। কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায়।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সদস্য মোঃ আলমগীর খান সাতু আনছারুল খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, ওমর ফারুক লিটন, গনিউল আজম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের কাওছার আলী, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, কেন্দ্রীয় যুবদলের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহ সম্পাদক ইমরান আহমেদ প্রিন্স, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স,

সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি ছাবিহা সুলতানা মোশিউল আলম দিপু, আব্দুল লতিফ, দবির উদ্দিন আশাদুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম মুকুল, জনি,সহ পৌর বিএনপি ১ নং ওয়ার্ড নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে জেলা যুবদলে প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর হামলার আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

বুধাবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ,সহ পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিষয়ক সম্পাদক বজলুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য এরশাদ আলী, আধার আলী বাবু,পারভেজ আলী,জেলা নবীন দলের সাধারন সম্পাদক আনার হোসেন প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশের আগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর নেতৃত্বে কেদারগন্জ হাট প্রাঙ্গণ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

উল্যেখ্য,গত ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর কেদারগন্জ বাজারে তার নিজ গোল্ডেন লাইন কাউন্টারে একটি হামলা হয়। পরদিন সকালে আসাদুল হক বাদী হয়ে ১৭ জনের নামেসহ ১৫/২০ জনকে অজ্ঞাতননামা আসামী করে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ হামলার সকল সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মঙ্গলবার রাতে মামলার ৫ নম্বর আসামী ছোট খোকনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে।

মেহেরপুরে রাকিব এন্টারপ্রাইজের উদ্বোধন

মেহেরপুর বড়বাজারের নীলমনি হলপাড়ায় “রাকিব এন্টারপ্রাইজ” এর উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাকিব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী প্রোঃ শেখ মেহেদী হাসান (রাকিব), গোলাম মুর্শীদ চন্দন ও মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী কমিটির প্রচার সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাকসুদুর রহমান রুমন, ব্যবসায়ী কমিটির সদস্য মিল্টন জব্বার, হামিদুল ইসলাম, জয়নালসহ অনেকে। এছাড়া অনুষ্ঠানে মেহেরপুর গড় মসজিদের ইমাম মুফতি বায়জিদ হোসেন দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী নেতারা নতুন এ উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে একে ইতিবাচক সংযোজন হিসেবে অভিহিত করেন।